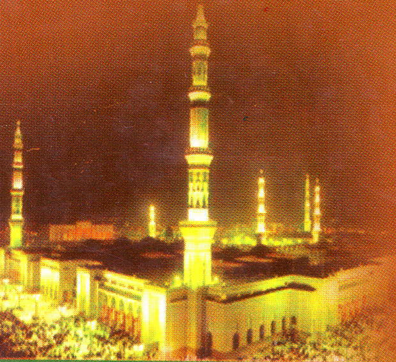

প্রাপ্তিস্থান ঃ

খানকায়ে এমদাদিয়া আশরাফিয়া

সোলায়মান নগর, খুলনা

মা'আরিফুস্ সুলুক

সকাল-সন্ধার অযীফা

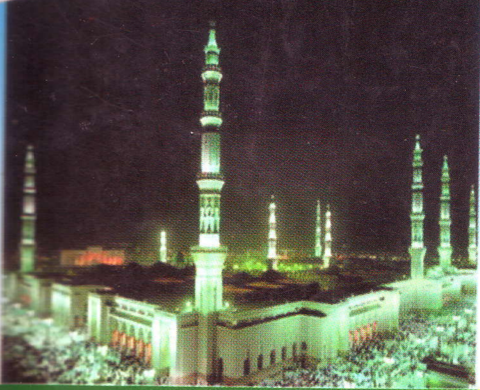

সার্বিক নির্দেশনায় ঃ হযরত মাওলানা মুফতী নূরুল আমীন সাহেব

খলীফা, আরিফবিল্লাহ্, রুমিয়ে যামানাহ

হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব দা.বা.

মা'আরিফুস্ সুলুক

ও

সকাল-সন্ধ্যার অযীফা

আরিফবিল্লাহ রুমিয়ে যামানাহ হযরত মাওলানা

শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব

দামাত বারাকাতুহুম

এর বিশিষ্ট খলীফা,

হযরত মাওলানা মুফতী নূরুল আমীন সাহেব (খুলনা)

এর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সংকলিত

প্রকাশক
খানকায়ে ইমদাদিয়া আশরাফিয়া
সোলাইমান নগর, খুলনা

প্রথম প্রকাশ
রবিউস্‌সানী ঃ ১৪৩২ হিঃ
মার্চ ঃ ২০১১ ইং

কম্পোজ
আল-কাউসার কম্পিউটার্স

মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থানঃ
খানকায়ে ইমদাদিয়া আশরাফিয়া,খুলনা
ও যশোর

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ---------------------৫
দ্বীন ইসলামের ৫টি বিভাগ ---------------------৯
(১) ঈমানিয়াত, (২) ইবাদাত, (৩) মু'আমালাত ৯
(৪) মুয়াশারাত, (৫) আখলাকিয়াত -----------১০
৫টি বিশেষ গুনাহ বর্জন করতে পারলে অন্য সকল গুনাহ বর্জন সহজ-----------------------১১
আল্লাহ তা'আলার ওলী হতে ইচ্ছুকদের জন্য বিশেষ সতর্কতা---------------------------১২
আল্লাহ প্রাপ্তির পথে প্রথম ধাপ খাঁটি তাওবা-ইস্তিগফার-------------------------------১৩
বিশেষ ৪টি গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ ৪টি ওজীফা---------------------------১৬
রহমতের ৪টি ব্যখ্যা -------------------------১৮
যারা সম্পর্ক স্থাপন করেন নি তাদের জন্যে হযরত হরদুয়ী রহ. কর্তৃক বাতানো সাধারণ ওজীফা ------২০
সমাজে ব্যাপক প্রচলিত ১৫০টি কবীরা গুনাহ ---২৩

সকাল সন্ধ্যার অযীফা

আমল নং ১ঃ ----------------------------------৫৭
আমল নং ২ঃ ----------------------------------৫৮
আমল নং ৩ঃ ----------------------------------৫৯
আমল নং ৪ঃ ----------------------------------৬১
আমল নং ৫ঃ ----------------------------------৬২
আমল নং ৬ঃ ----------------------------------৬৩
আমল নং ৭ঃ ----------------------------------৬৩
আমল নং ৮ঃ ----------------------------------৬৪
আমল নং ৯ ঃ ---------------------------------৬৫
আমল নং ১০ঃ --------------------------------৬৬
আমল নং ১১ ঃ -------------------------------৬৭
আমল নং ১২ ঃ -------------------------------৬৮
আমল নং ১৩ ঃ -------------------------------৭০
আমল নং ১৪ তেইশ বৎসরের যাবতীয় দু'আ --৭২
পুরুষদের জন্য দৈনন্দিনপালনীয় অযীফা--------৭৪
মহিলাদের জন্য দৈনন্দিন পালনীয় অযীফা----৭৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং হাসিলের উপায়

সমগ্র বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা অসীম দয়ালু দাতা আল্লাহ পাকের নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও মুহাব্বাত লাভই জীবনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফের আলোকে হযরতে উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন জীবনের উক্ত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমকে সামগ্রীকভাবে ৪ (চার) ভাগে বিভক্ত করেছেন।

প্রথমত : ঈমান

দ্বিতীয়ত : ইতা'আত বা পালনীয় বিষয়সমূহ পালন করা। ইহা দু'প্রকার–

(ক) আল্লাহর হক, ইহাও আবার দু'প্রকার :

(১) জাহেরী, যথা– নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত,

কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, দরূদ-সালাম প্রভৃতি।

(২) বাতেনী, যথা– তাওয়াযু বা নিজকে দুনিয়ার মধ্যে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা, ইখলাস বা সহীহ নিয়ত, সবর, শোকর, তাওয়াক্কুল, হিলম বা সহিষ্ণুতা, সুধারণা, সিদক্ব বা সততা অর্থাৎ গুণগত দিক দিয়ে ভিতর-বাহির সমান হওয়া ইত্যাদি।

(খ) বান্দার হক, ইহা আবার দু'প্রকার :

(১) জাহেরী, যথা– সকলের হক বা পাওনা আদায় বা পরিশোধ করা, সত্য সাক্ষ্য দেওয়া, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা, সত্য ও নরম কথা বলা।

(২) বাতেনী, যথা- কুধারণা না করা, রাগ না করা, কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ না রাখা।

তৃতীয়ত : ইজতিনাব বা বর্জনীয় বিষয়সমূহ বর্জন করা। ইহাও প্রথমত দু'প্রকার–

(ক) আল্লাহর হক। ইহাও আবার দু'প্রকার–

(১) জাহেরী। যথা– যেনা-ব্যভীচার, কুদৃষ্টি, মিথ্যা,

সুদ, দাড়ি কাটা-ছাটা, মুণ্ডানো, মহিলাদের ক্ষেত্রে বেপর্দা প্রভৃতি।

(২) বাতেনী। যথা– অহংকার, রিয়া, পদ-মর্যাদা, সুনাম, সুখ্যাতী প্রভৃতির লিপ্সা।

(খ) বান্দার হক। ইহাও আবার দু'প্রকার–

(১) জাহেরী। যথা– গীবাত করা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, চুরি, দূর্নীতি, ফাঁকিবাজী করা, ঘুষ ও সুদ নেওয়া, জুলুম করা, গালি দেওয়া, তিরস্কার করা, চুগোলখুরী করা প্রভৃতি।

(২) বাতেনী। যথা– কুধারণা, হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ করা প্রভৃতি।

চতুর্থত : ইত্তিবায়ে সুন্নাত বা সুন্নাতের অনুসরণ। ইহাও দু'প্রকার–

(ক) সুনানে হুদা–

১. সকল ইবাদাতে মাকসুদা, যথা– নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, যিকর, তিলাওয়াত, দরূদ, সালাম।

২. ইবাদাতে গাইরে মাকসুদা তথা উযু, গোসল, তায়াম্মুম প্রভৃতিতে নবীজী সা.-এর সুন্নাত তরীকার অনুসরণ করা।

(খ) সুনানে আদিয়া তথা স্বভাবজাত কাজকর্ম, যথা– পানাহার, ঘুম, প্রস্রাব-পায়খানা, পোশাক-পরিচ্ছেদ, হাঁটা-চলা প্রভৃতিতেও নবীজী সা.-এর সুন্নাত তরীকার অনুসরণ করা।

হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত আল্লামা শাহ আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, "আমি তো দেখছি যে, আল্লাহপাক পর্যন্ত পৌঁছার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত বা সহজ পথ হল, প্রত্যেক কাজে খুঁটে খুঁটে বা বেছে বেছে সুন্নাতের অনুসরণ। অন্য কোনো পথ বা তরীকা এত সংক্ষিপ্ত বা সহজ নয়।"

সুফিয়ায়ে কিরাম রিয়াযাত, মুজাহাদা ও মুরাকাবার যে সমস্ত পন্থা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলো (আল্লাহ প্রাপ্তির পথে) উপকারী হওয়া অস্বীকার করি না এবং সেগুলো ছোট করাও উদ্দেশ্য নয়। তবে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে সুন্নাতের অনুসরণ যত দ্রুত কার্যকর অন্য কোনো পথ এত দ্রুত কার্যকর নয়। এর কারণ এই যে, ইত্তিবায়ে সুন্নাতের মধ্যে আল্লাহ পাকের মাহবুবিয়াত বা প্রিয়ভাজন হওয়ার বৈশিষ্ট্য বা সুসংবাদ রয়েছে।

যেমন– আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

"আপনি বলুন যে, তোমরা যদি আল্লাহর সাথে মুহাব্বত রাখ, তাহলে আমার অনুসরণ করো। তা হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মুহাব্বত করবেন। –ইসলাহী খুতুবাত :

দ্বীন ইসলামের ৫টি বিভাগ

উলামায়ে দীন ভিন্ন আঙ্গিকে পূর্ণ দ্বীনকে ৫ (পাঁচ) ভাগে বিভক্ত করেছেন–

(১) **ইমানিয়াত :** আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদায় পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া।

(২) **ইবাদাত :** সুন্নাত তরীকায় শরী'আতের সকল করণীয় বিষয়গুলো পালন করা এবং বর্জনীয় বিষয়গুলো তথা সকল জাহেরী-বাতেনী গুনাহ বর্জন করা।

(৩) **মু'আমালাত :** অর্থনৈতিক বা মাল-সম্পদগত সকল লেনদেন, আয়-ব্যয় শরী'আতের আলোকে বা

সুন্নাত তরীকায় সম্পাদন করা।

(৪) মু'আশারাত : আপন-পর সকলের সাথে পারস্পরিক আচার-ব্যাবহার শরী'আত সম্মত পন্থায় হওয়া, কারো হক যেন নষ্ট না হয়, অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট না দেওয়া প্রভৃতি।

(৫) আখলাক্বিয়াত : নফসের বদখাসলাত্গুলো বর্জন পূর্বক সৎগুণাবলী অর্জন করা তথা অহংকার দূর করে তাওয়াযু বা নিজকে দুনিয়ার মধ্যে নিঃকৃষ্ট মনে করতে পারা। রাগ দমন করে ক্ষমার গুণ আনয়ন করা, পরশ্রীকাতরতা বা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে পারস্পরিক সম্প্রীতির গুণ আনয়ন করা, কুধারণা বর্জন করে সুধারণা অর্জন করা, অন্যের গীবাত বা পরনিন্দার বদখাসলাত বর্জনপূর্বক নিজের দোষ খুজতে অভ্যস্থ হওয়া, দুনিয়ার সুন্দর-সুন্দরী, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, পদ-মর্যাদা, নাম-যশ, সুখ্যাতীর অবৈধ মুহাব্বত ও আষক্তি অন্তর থেকে বের করে তদ্বস্থলে মহান আল্লাহ পাকের মুহাব্বতে অন্তর পূর্ণ করা প্রভৃতি। –কাওয়ায়েদুল ফিকহ

৫টি বিশেষ গুনাহ বর্জন করতে পারলে অন্য সকল গুনাহ বর্জন সহজ

আমার প্রাণপ্রিয় শাইখ ও মুর্শিদ কতুবুল আলম আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব করাচী, দামাত বারাকাতুহুম বলেন যে, এ যুগে কষ্ট করে, হিম্মত করে যে ব্যক্তি পাঁচটি গুনাহ বর্জন করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ অতি সত্ত্বর সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থকা তার জন্য সম্ভব ও সহজ হয়ে যাবে।

(১) কুদৃষ্টি। (২) গীবাত। (৩) কুধারণা ও কুচিন্তা। (৪) এক মুষ্ঠির কমে দাড়ি কাঁটা বা ছাঁটা। (৫) পুরুষের জন্য পায়ের টাখনুর নীচে প্যান্ট-পাজামা বা লুঙ্গি পরিধান করা।

তিনি কখনো কখনো বলেছেন– বিশেষ ৩টি অঙ্গকে গুনাহ থেকে হেফাযত করা।

(১) কুদৃষ্টি ইত্যাদি থেকে চোখের হিফাযত ।

(২) মিথ্যা, গীবাত, অশ্লীল ও বেহুদা কথা থেকে জিহ্বার হিফাযত করা।

(৩) অহংকার, কুধারণা, কুচিন্তা, হিংসা-বিদ্বেষ, রিয়া, রাগ প্রভৃতি থেকে দিলের হিফাযত।

তিনি বিশেষভাবে কুদৃষ্টি থেকে চোখকে হিফাযত প্রসঙ্গে বলেন যে, এ ফেৎনার যুগে যে সকল মর্দে মুজাহিদ হিম্মত করে সুঁন্দরী মহিলা ও সুন্দর দাড়িবিহীন বালকদের দেখা থেকে চোখকে বাঁচাতে পারবে, সে তো বার আনাই আল্লাহপাকের ওলী হয়ে যাবে। বাদবাকী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাও তার জন্য সহজ হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলার ওলী হতে ইচ্ছুকদের জন্য বিশেষ সতর্কতা

হযরত হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে হিম্মত দান করেছেন। সেই হিম্মতকে কাজে লাগানো আমাদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য। যে হিম্মতকে কাজে লাগাতে অলসতা করে সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে না, নেক আমল সম্পাদন করতে পারে না।

নেক সুহবত ও তরীকার অযীফা ও রিয়াজাত –মুজাহাদা-মুরাকাবা অলসতা দূর করার জন্য ও হিম্মতকে কাজে লাগানোর জন্য শুধু সহায়ক উদ্দেশ্য নয়। তিনি আরো বলেন– অজুদ-হালাত, কাশফ-কারামতী কোনো উদ্দেশ্যই নয়। আসল উদ্দেশ্য হল, নিজের মধ্যে শরী'আতের সৎগুণাবলী এসে যায় এবং অসৎ স্বভাব, বদখাসলাত ও সকল প্রকার জাহেরী -বাতেনী গুনাহ বর্জন করতে পারা। দুনিয়ার অবৈধ মুহাব্বাত দূর করে আল্লাহ পাকের মুহাব্বত স্থাপন করা। –তালীমুদ্দীন

আল্লাহ প্রাপ্তির পথে প্রথম ধাপ খাঁটি তাওবা-ইস্তিগফার

গুনাহের কারণে আল্লাহ তা'আলার সাথে মুহাব্বতের সম্পর্ক দুর্বল হয় বা ছিন্ন হয়ে যায়। উক্ত সম্পর্ক পূনরায় বলবৎ করার মাধ্যম হল, খাঁটি ইস্তিগফার ও তাওবা। তাওবা-ইস্তিগফার আল্লাহ পাকের ফরয নির্দেশ।

–সূরা হূদ : ৩, সূরা তাহরীম : ৮ প্রভৃতি

শাইখুল হাদীস আল্লামা হাফেয যাকারিয়া রহ. 'ফাযাইলে কুরআনে' লিখেছেন যে, দিলের উদাহরণ

ঠিক যেন একটি আয়না। উহা যতবেশী ময়লাযুক্ত হইবে, মারিফাতের নূর উহাতে কমই চমকাইবে। পক্ষান্তরে উহা যত' বেশী পরিস্কার ও নির্মল হইবে, মারিফাতের নূর উহাতে ততই প্রতিফলিত হইবে। এই জন্য মানুষ গুনাহ, খাহিশাত ও শয়তানের প্ররোচনায় পাপকার্যে যতই লিপ্ত হইবে সে ততই আল্লাহ পাকের মারিফাত হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। এই কারণে মাশায়েখগণ নানা প্রকার রিয়াযাত, মুজাহাদা ও যিকির আযকারের সবক দিয়া থাকেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মানুষ যখন গুনাহ করে তখন তাহার কলবের মধ্যে একটি কাল দাগ পড়িয়া যায়। যদি সে খাঁটি তাওবা করিয়া নেয় তবে সেই দাগ মুছিয়া যায়। পুনরায় যদি সে দ্বিতীয়বার গুনাহ করিয়া ফেলে, তবে দ্বিতীয় আর একটি দাগ পড়িয়া যায়। অনুরূপভাবে যদি সে ক্রমান্বয়ে গুনাহ করিতেই থাকে, তবে দাগ পড়িতে পড়িতে অন্তর একেবারে কাল হইয়া যায়। অতঃপর সেই অন্তরে আর ভালো কাজের প্রতি মোটেই আগ্রহ থাকে না বরং উহা অন্যায়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া যায়।

–ফাযাইলে কুরআন ১৯নং হাদীস শরীফের ফায়দা

ইমাম গাযালী রহ. ইহইয়াউল উলূমে লিখেছেন যে, "তাওবা আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ। সালেক বা মুরীদের প্রথম কর্তব্য।" ইমাম নববী রহ. 'মুসলিম শরীফ' এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন– তাওবার ৪টি শর্ত আছে।

(১) কৃত গুনাহের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

(২) অনুতপ্ততা প্রকাশ করা।

(৩) আগামীতে গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার শপথ করা।

(৪) আর যদি গুনাহটি বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হয়, তার জন্য আরো ১টি শর্ত হলো, বান্দার হক পরিশোধ করা ও তাকে কষ্ট দিয়ে থাকলে ক্ষমা চাওয়া।

–মুসলিম : ২/৩৪৬

হযরত আল্লামা মুফতী তকী উসমানী দামাত বারাকতুহুম বলেন যে, তাওবা দু'প্রকার–

(ক) সংক্ষিপ্ত তাওবা : এই পর্যন্ত যত গুনাহ হয়েছে, একবার বসে ঐ সকল গুনাহ থেকে এক সঙ্গে আল্লাহর দরবারে তাওবা করবে। প্রথমে দু'রাকা'আত তাওবার নিয়তে নামায পড়ে আল্লাহ পাকের দরবারে কাকুতি-মিনতি করে মাফ চাইবে এবং আগামীতে কোনো গুনাহ না করার ওয়াদা প্রকাশ করবে। এটি হল সংক্ষিপ্ত তাওবা প্রথম কাজ।

(খ) বিস্তারিত তাওবা : বিস্তারিত তাওবার ব্যাখ্যা হল যত গুনাহ হয়েছে তার মধ্যে যে সমস্ত গুনাহের ক্ষতিপূরণ সম্ভব, ঐগুলোর ক্ষতিপূরণ আদায় করা। আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হলো ছুটে যাওয়া নামায ও রোযার কাযা আদায় করা। আদায় করা হয় নি এমন যাকাত ও হজ্ব আদায় করা। অতঃপর মাফ চাওয়া ও আগামীতে এরূপ না করার ওয়াদা করা। আর বান্দার হকের ক্ষেত্রে বান্দার হক পরিশোধ করা ও ক্ষমা চাওয়া, কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে– অনুনয় বিনয় করে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া ও কষ্ট দূর করতে চেষ্টা করা। –ইসলাহী খুতবাত

বিশেষ ৪টি গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ ৪টি ওজীফা

চোখের গুনাহ বা কুদৃষ্টি, জিহ্বার গুনাহ তথা মিথ্যা, গীবাত, কুকথা এবং দিলের গুনাহ তথা অহংকার, কুধারণা, কুচিন্তা, হিংসা-বিদ্বেষ, রাগ প্রভৃতি কঠিন কঠিন গুনাহের রোগ থেকে বাঁচার জন্য আমার প্রাণ প্রিয় শাইখ ও মুর্শিদ বিশেষ ৪টি ওজীফা দিয়েছেন : এ কথা মনে করে নিয়মিত কুরআনে পাক তেলাওয়াতে অভ্যস্থ হওয়া যে,

(১) কুরআনে পাক তিলাওয়াত :

(ক) কুরআন তিলাওয়াত আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নির্দেশ। –সূরা আল আনকাবুত : ৪৫, সূরা কাহাফ : ২৭

(খ) কুরআন তিলাওয়াত নবীজী সা.-এর বিশেষ ৪টি বৈশিষ্ট্য বা সুন্নাতের ১টি।
–সূরা বাকারা : ১২৯, সূরা জুম'আ : ২

(গ) কুরআনে পাক তিলাওয়াত করা নবীজী সা.-এর নির্দেশও বটে। এ প্রসঙ্গে নবীজী সা. ইরশাদ করেন– লোহায় পানি লাগলে যেমন মরিচা বা জং পড়ে, তদ্রুপ মানুষের অন্তরেও (গুনাহের কারণে) মরিচা বা জং পড়ে। কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উহা দূর করার উপায় কী? নবীজী সা. ফরমাইলেন– মউতের কথা বেশী বেশী স্মরণ করা ও কুরআনে পাক তিলাওয়াত করা।
–বাইহাকী, মিশকাত,

এ জন্য পারলে সপ্তাহে এক খতম, নইলে ১০ দিনে এক খতম, অথবা মাসে এক খতম কুরআন শরীফ অবশ্যই তিলাওয়াত করা।

(২) প্রত্যহ ৩০০ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লহ ও ৩০০ বার আল্লাহ আল্লাহ যিকির করা। যিকিরে একশত প্রকারের উপকার লাভ হয়। –ফাযাইলে যিকর

(৩) প্রত্যহ নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করে তাওবার নিয়তে ১০০ বার ইস্তিগফার পাঠ করা,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

এই ইস্তিগফার পাঠ করলে ভালো হয়। অত্র ইস্তিগফারের বিশেষ ২টি অংশ তথা যখন رَبِّ اغْفِرْ বলবে তখন উহার অর্থ (হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন) খেয়াল করবে। এবং যখন وَارْحَمْ বলবে তখন উহার অর্থ (আমার উপর রহমাত বা দয়া করুন) খেয়ালের সাথে সাথে আরো ৪টি উদ্দেশ্য মনে রাখবে।

রহমতের ৪টি ব্যখ্যা

আমার প্রাণপ্রিয় শাইখ ও মুর্শিদ করাচী হযরত (দামাত বারাকাতুহুম) বলেন যে, হযরত হাকীমুল উম্মাত থানভী রহ. এখানকার রহমাতের ৪টি ব্যাখ্যা করেছেন– গুনাহের কারণে নিম্মের ৪টি নেয়ামত ছিনায়ে নেওয়া হয়। কাজেই ইস্তিগফার পাঠের সময়

وَارْحَمْ বলার ক্ষেত্রে নিম্নের ৪টি নিয়ামত প্রার্থনার নিয়ত করবে।

(ক) **তাওফীকে ত্ব'আত :** অর্থাৎ নেক আমলের তাওফীক। গুনাহের কারণে নেক আমলের তাওফীক ছিনায়ে নেওয়া হয়। গুনাহের কারণে ইবাদাতের মজা দূর হয়ে যায়। কাজেই وَارْحَمْ বলার সময় উক্ত দূর হয়ে যাওয়া নেয়ামত ফিরে পাওয়ার জন্য দু'আর ধ্যান করবে।

(খ) **ফারাখিয়ে মায়ীশাত :** অর্থাৎ রিজিকের বরকত। গুনাহের কারণে রিজিকের বরকত ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

(গ) **বেহিসাব মাগফিরাত :** অর্থাৎ গুনাহের কারণে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

(ঘ) **দুখুলে জান্নাত :** অর্থাৎ আজাব ছাড়াই জান্নাত লাভ। গুনাহের কারণে গুনাহগারের উপর আযাব চেঁপে বসে, আজাব ছাড়াই শুরুতে জান্নাতে যাওয়া থেকে গুনাহগার বান্দাবান্দি বঞ্চিত হয়ে যায়। কাজেই তাওবা ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে وَارْحَمْ বলার

সময় উপরোক্ত ৪টি নিয়ামত তথা ইবাদাত- বন্দেগীর তাওফীক ও ইবাদাতে মজা লাভ, রিজিকের বরকত লাভ, বিনা হিসেবে ক্ষমা এবং আজাব ছাড়াই জান্নাত লাভের প্রার্থণা মূলক ধ্যান অন্তরে রাখবে।

(৪) প্রত্যহ ১০০ বার দরূদ শরীফ বিশেষভাবে অত্র পুস্তিকায় দেওয়া দরূদ-সালামের বিশেষ আমলটি প্রত্যহ যত্নের সাথে আমল করবে। দরূদ-সালাম পাঠ যেমন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ, সাথে সাথে দরূদ-সালাম পাঠের দ্বারা দুনিয়া-আখেরাতে রহমত ও সুখ-শান্তি লাভের ওসীলা। বিপদ-আপদ দূর হওয়ার মহান মাধ্যম ও বটে।

যারা কোনো বুযর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন নি এরূপ মুসলিম নর-নারীর জন্যে হযরত হরদুয়ী রহ. কর্তৃক বাতানো সাধারণ ওজীফা

(১) বেশী-বেশী করে আল্লাহর যিকর করবে। চলা-ফেরা, উঠা-বসায়- অবসর সময়ে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার অথবা শুধু আল্লাহ আল্লাহ বলতে থাকবে। এখানে কোনো নির্ধারিত সংখ্যা হিসাবের প্রয়োজন নেই।

(২) কোনো একটি অবসর সময়ে ১০০ বার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, ১০০ বার দরূদ শরীফ, ১০০ বার ইস্তেগফার পড়বে। নিয়ত থাকবে আল্লাহ পাক ও নবীজী সা.-এর মুহাব্বাত বৃদ্ধি এবং দুনিয়ার মুহাব্বাত কম হওয়া।

(৩) সকল কাজ একমাত্র আল্লাহ পাকের মুহাব্বাত ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য করবে।

(৪) আল্লাহ পাকের দেওয়া সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করে প্রত্যহ ১০ মিনিট ধ্যান করবে এবং মাওলা পাকের শুকরিয়া আদায় করবে।

(৫) মৃত্যুর সময় থেকে নিয়ে শুরু করে কবর, হাশরের কঠিন অবস্থা প্রভৃতির মুরাকাবা করবে।

(৬) জান্নাতের নাজ-নেয়ামতের কথা ধ্যান করে মুরাকাবা করবে কিছুক্ষণ।

(৭) জাহান্নামের নানাবিধ কঠিন আযাবের মুরাকাবা করবে কিছুক্ষণ।

(৮) আল্লাহ ওয়ালাগণের জীবন চরিত, তাদের লিখিত

বই-পুস্তক পাঠ করবে। বিশেভভাবে নুযহাতুল বাসাতীন, হেকায়াতে সাহাবা, হেকায়াতুস সালেহীন, নেক বিবিয়াঁ, নাশরুত্তীব, তাযকেরাতুল আওলিয়া সহ হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ.-এর লিখিত কিতাব ও তাঁর মাওয়ায়েজ এবং মালফুযাত খুব মনোযোগর সাথে পাঠ করবে।

–আশরাফুন নাসায়েহ

আমার প্রাণপ্রিয় শাইখ কুতুবুল আলম আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখবার সাহেব দামাত বারাকাতুহুম করাচী হযরতের যে কোনো কিতাব সকলের দ্রুত ফায়দার জন্য খুবি কার্যকরী। বিশেষভাবে 'আল্লাহর মুহাব্বাত লাভের পরীক্ষিত ৪টি কিতাব' নামক সংকলন কিতাবটি পাঠ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ রইল।

সমাজে ব্যাপক প্রচলিত

১৫০টি কবীরা গুনাহ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ -

পূর্বে বলা হয়েছে যে,গুনাহ বর্জনের মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহ পাকের ওলী ও প্রিয়পাত্র এবং জান্নাতের উপযুক্ত হয়। (সূরা ইউনুস : ৬২)

আর গোনাহে অভ্যস্তের কারণে আল্লাহ পাকের সাথে বান্দার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে তার নাম হয়ে যায় ফাসেক বা অভিশপ্ত,তবে বান্দার জন্য সুবর্ণ সুযোগ হল, কবীরা গুনাহ হতে খাঁটি দিলে (শর্তসহ) তওবাহ করলে তার পূর্বকৃত সকল প্রকার গুনাহ মাফ করে আল্লাহ তা'আলা পূণরায় তাকে আপন করে নেন।

(সূরা বাকারা : ২৩১)

হাদীস শরীফে উযূ, নামায প্রভৃতি নেক আমলের মাধ্যমে সগীরা গোনাহের কাফফারা বা মাফীর ফযীলতসমূহ প্রাপ্তির শর্ত হল, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অর্থাৎ কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকা অবস্থায় শুধু উযূ, নামায প্রভৃতির মাধ্যমে

সগীরা গোনাহের কাফফারা বা মাফী হবে না। আর কবীরা গোনাহের সমূহ ক্ষতি ও অশুভ পরিণতি তো থাকলই। কাজেই হিম্মত করে কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যক। (সূরা নিসা : ৩১, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

কবীরা গোনাহের সংখ্যা অনেক (প্রায় ৫ শত) ইমাম ইবনে হাজার মক্কী রহ. তদ্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল যাওয়াজির'-এ ৪৬৭টি কবীরা গোনাহের তালিকা পেশ করেছেন। তবে আমাদের সমাজে ব্যাপক প্রচলিত ১৫০টি গোনাহের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(১) শির্ক করা। (আল্লাহ্ পাকের সাথে যে কোনো প্রকারের শিরক) (সূরা নিসা : ১১৬, কিতাবুল কাবায়ির : ১৪, যাওয়াজির : ১/১৩৫)

সাথে সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত :

(ক) নবীগণকে বিশেষভাবে প্রিয় নবী সা.-কে আলিমুল গায়ব মনে করা।
(সূরা নমল : ৬৫, আন'আম : ৫০, ৫৯)

(খ) নবীজী সা.-কে হাজির-নাযির মনে করা।
(সূরা কাসাস: ৪৪, তওবা : ১১৯)

(গ) কোনো নবী বা ওলীকে বান্দার প্রয়োজন পূরণকারী বা বিপদ নিরসনকারী মনে করা।
(সূরা আ'রাফ : ১৮৮)

(ঘ) আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে বা কোনো কবরে সিজদা করা।
(আবূ দাউদ : ২/১০৫, নাসায়ী : ১/২২২)

(ঙ) কবর পাকা করা, কবরে ফুল দেওয়া বা বিশেষ দিনে বাতি জ্বালানো।
(আবূ দাউদ: ২/১০৫, নাসায়ী: ১/২২২, ফাতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৬৭)

(চ) জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মনে করা (বরং এটাই বিশ্বাস করা যে, সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তা'আলা)।
(সূরা বাকারাহ : ১৬৫)

(২) আল্লাহ পাকের সাথে কুফরী করা। যেমন–

(ক) পরকালের কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা।
(কিতাবুল যাওয়াজির)

(খ) তাক্বদীরকে অস্বীকার করা বা তাকদীরের ফায়সালার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া।
(কিতাবুল যাওয়াজির)

(গ) শরী'আতের কোনো বিষয় বা আমলকে অবজ্ঞা করা। (কিতাবুল যাওয়াজির)

(ঘ) ১. কেউ যদি বলে যে, 'সে যদি খোদাও হয়, তবুও তার কাছ থেকে আমি আমার হক আদায় করে ছাড়ব'।

২. যদি কেউ বলে যে, 'স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তোর সাথে পারে না, আমি কি করে পারব'?

৩. যদি বলে, 'আমার জন্য আসমানে আছেন আল্লাহ, আর জমিনে তুমি অর্থাৎ উপরে আল্লাহ নিচে ইল্লাহ'।

৪. যদি কেউ অন্যের উপরে যুলুম করে এবং মজলুম ব্যক্তি বলে, 'হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল করো না। আর যদি তুমি কবুল করে নাও, আমি কিন্তু কবুল করব না।

৫. যদি কেউ বলে যে, 'রিযিক আল্লাহর নিকট; কিন্তু বান্দার নিকট থেকে তাঁ তালাশ করে নিতে হবে'।

৬. যদি কেউ বলে যে, 'যদি আদম আ. গন্ধম না খেতেন, তাহলে আমরা কেউ দুর্ভাগ্যবান হতাম না।

৭. কেউ যদি বলে, 'নখ কাঁটা সুন্নাত'। এর জওয়াবে অন্য জন বলল, 'সুন্নাত হলেও আমি তা কাঁটব না'। অনুরূপভাবে যদি বলে, 'সুন্নাত কি কাজে আসবে'? 'অথবা সুন্নাত তাতে কি হয়েছে'? কিংবা 'রাখো তোমার সুন্নাত' এ জাতীয় কথা বলা।

৮. যদি কেউ বলে যে, 'শরী'আতের হুকুম এরূপ', জওয়াবে দ্বিতীয় ব্যক্তি এই বলে গর্জে ওঠে যে, 'শরী'আতের হুকুম এরূপ'!

৯. যদি একজন অন্যজনকে বলে, 'তুমি গায়েবের খবর জানো'? উত্তরে সে বলল, 'হ্যাঁ জানি'।

১০. কেউ বলল, 'আমি মুসলমান'। জওয়াবে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, 'তোমার ও তোমার মুসলমানীর ওপর অভিশাপ'।

১১. একজন অন্যকে বলল, 'নামায পড়ো'। জওয়াবে সে বলল, 'এত নামায পড়ে কি পেয়েছ'? বা 'এত নামায পড়ে কি হবে'? অথবা বলল, 'আমি কতই না নামায পড়েছি, কি পেলাম'?

উপরোক্ত ১১টি কথার কোনো একটি বললে তার কুফরী গুনাহ হবে। (মালাবুদ্দা মিনহু)

(৩) রসুলুল্লাহ সা.-কে সর্বশেষ নবী বলে বিশ্বাস না করা। (সূরা আলে ইমরান : ৮১, আ'রাফ : ১৫৮, সূরা আহযাব : ৪০, বুখারী ও মুসলিম)

(৪) রসুলুল্লাহ সা.-কে বাশার বা পবিত্র মাটির তৈরি মনে না করা।(সূরা বনী ইসরাঈল : ৯৪-৯৫, সূরা কাহাফ : ১১১, ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ : ৫৭৯, ৫৮৬)

(৫) ক. নবী-রাসূলগণকে মাছুম বা নিষ্পাপ মনে না করা

খ. যে কোনো নবীকে দায়িত্ব পালনে ত্রুটিকারী মনে করা।(তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন: ৬১৭)

(৬) সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-কে 'আদেল' বা ন্যায় পরায়ন ও পরিপূর্ণ ঈমানের অনুসরণীয় বা 'সত্যের মাপকাঠি' বিশ্বাস না করা। (বাকারা : ১৩, ১৩৭, শরহে নববী মুসলিম)

(৭) সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর কারো সমালোচনা করা বা গালি দেওয়া অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন

তথা হযরত আবূ বকর, উমর, উসমান, আলী রাযি. থেকে শুরু করে বিশিষ্ট কাতেবে ওহী ও প্রিয় নবী সা.-এর সম্মানীত স্ত্রী হযরত উম্মে হাবীবা রাযি.-এর আপন ভাই হযরত মু'আবিয়া রাযি. পর্যন্ত যে কোনো সাহাবীর সমালোচনা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

(মিশকাত : ২/৫৫৪,শরহে ফিকহুল আকবর : ২০-২১ , যাওয়াজির : ২/৩৮০)

(৮) হক্কানী উলামায়ে কেরামের সঙ্গে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা। (মিশকাত : ১৯৭, মা'রিফুল আকাবির : ৪০১)

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত ৮টি গুনাহ শুধু কবীরাহ এর অন্তর্ভুক্ত, তাই নয় বরং 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' এর অন্তর্ভুক্ত থাকা না থাকার সাথে সম্পৃক্ত।

(৯) ক. পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া ও ধমক দেওয়া। (বনী ইসরাইল : ১২৩,কিতাবুল কাবাইর : ৪৪)

খ. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।

(বাইহাকী মিশকাত : ৪২১, কিতাবুল কাবাইর : ৪৪)

গ. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা বা প্রয়োজন পূরা না করা।
(বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুল কাবাইর : ৪৫)

(১০) পার্থিব মনমালিন্যের কারণে পরস্পর তিন দিনের বেশি (ইচ্ছাকৃতভাবে) কথা বন্ধ করা বা সম্পর্ক ছিন্ন করা। (বুখারী মুসলিম, মিশকাত : ৪১৯ -৪২০, ৪২৭,কিতাবুল কাবাইর : ৫৪)

(১১) ক. জিনা-ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া।
(সূরা নূর : ২, কিতাবুল কাবাইর : ৫০, যাওয়াজির : ২/২১৯)

খ. সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া অর্থাৎ পুরুষে-পুরুষে বা নারীত নারীতে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া।
(সূরা আনকাবুত : ২৮, কিতাবুল কাবাইর : ৬১, যাওয়াজির : ২/২২৯)

(১২) হস্ত মৈথুন করা বা স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনো পন্থায় বীর্যপাত ঘটানো।
(সূরা মা'আরিজ : ২৯-৩১, যাওয়াজির : ২/২২৫)

(১৩) পশুর সাথে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া।
(তিরমিযী, মিশকাত : ৩১২,যাওয়াজির : ২/২২৯)

(১৪) হায়েয-নিফাস অবস্থায় সহবাস করা বা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করা।
(সূরা বাকারা : ২২২, তিবরানী, ইবনে হিব্বান, নাসাঈ, কিতাবুল কাবাইর : ৬৭)

(১৫) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ চুরি করা, আত্মসাৎ করা বা কারো কোনো মাল বা জিনিস বিনা অনুমতিতে নিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তীতে ফেরৎ না দেওয়া।(সূরা মায়িদা : ৩৮, কিতাবুল কাবাইর : ১০৪-১০৫,যাওয়াজির : ২/২৩৭)

(১৬) ডাকাতি বা ছিনতাই করা কিংবা চাঁদাবাজী করা।
(সূরা আনকাবুত : ২৯, মিশকাত : ২৫৫, কিতাবুল কাবাইর : ১০৬-১০৮ ও ১২৫)

(১৭) অন্যায়ভাবে মানুষ খুন করা বা মৃত্যুর হুমকি দেওয়া। (সূরা বনী ইসরাইল : ৩৩, কিতাবুল যাওয়াজির : ৩৮৩)

(১৮) মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। (সূরা মুমতাহিনা: ১২, কিতাবুল কাবাইর: ৯৯

(১৯) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও মিথ্যা কসম খাওয়া।
(সূরা হুজরাত : ৬, মিশকাত : ২৫৮,

(২০) আল্লাহ পাক ছাড়া অন্যের নামে কসম খাওয়া।
(তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত: ২৯৬, কিতাবুল কাবাইর : ১১০ [২৫ নং], যাওয়াজির : ২/৩৮০)

(২১) মিথ্যা কথা বলা। (সূরা মুরসালাত, আলে ইমরান : ৬১, মুমিন : ২৮, বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুল কাবাইর : ১৩৩-১৩৭)

(২২) গীবত বা পরনিন্দা করা ও শোনা।
(সুরা হুজরাত : ১২, কিতাবুল যাওয়াজির : ২/১০)

(২৩) চোগলখুরী করা।(সূরা কলম : ১১, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত : ৪১১, কিতাবুল কাবাইর : ১৬২)

(২৪) কাউকে অভিশাপ দেওয়া। (মিশকাত : ৪১৩, কিতাবুল কাবাইর : ১৬৬)

(২৫) কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া।
(সূরা আন'আম : ১০৮, বুখারী : ১/১১২, কিতাবুল কাবাইর : ২১০ (৫৩নং)

(২৬) কারো প্রতি জুলুম বা অত্যাচার করা।
(সূরা ইবরাহীম : ৪২, ৪৫, শূরা : ৪২, শু'আরা : ২২৭, বুখারী, মুসলিম,

(২৭) কারো সম্মান নষ্ট করা। (তিরমিযী : ২৪, ২৩, যাওয়াজির : ২/২০৭)

(২৮) কারো ওয়ারেশী ফাঁকি দেওয়া।
(সূরা বনি ইসরাইল : ২৬, কিতাবুল কাবাইর : ১১৮ [২৬নং], যাওয়াজির : ২/৩৮০)

(২৯) সালাম ও হাঁচির জবাব না দেওয়া।
(কিতাবুল যাওয়াজির : ৩৯৬)

(৩০) কারো দোষ তালাশ করা বা পিছনে লাগা।
(তিরমিযী : ২/২৩, কিতাবুল কাবাইর : ৬৯)

(৩১) কারো প্রতি কু-ধারণা করা বা বিনা কারণে কাউকে দোষারোপ করা।
(সূরা হুজরাত : ১২, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/১৫০)

(৩২) কাউকে মন্দ আখ্যা দিয়ে যথা– কানা, টেরা, লেংড়া, বেঁটে, মটকু প্রভৃতি নামে ডাকা।
(সূরা হুজরাত : ১১, কানজুল উম্মাল : ৫/২৩৮, গোনাহে বে লাযযাত : ২৮ (১১নং)

(৩৩) কু-দৃষ্টি করা অর্থাৎ নারী-পুরুষ একে অপরের দিকে ও দাঁড়ীবিহীন বালকদের দিকে কামভাবের

সাথে তাকান। অনুরূপভাবে কোনো অশ্লীল ছবি দেখা। (সূরা নূর : ৩০-৩১, মিশকাত : ২/২৭০, হেদায়াতুল ইবাদ : ৭০, যাওয়াজির : ২/৩-৫)

(৩৪) কামভাবের সাথে নারী-পুরুষ একে অপরকে স্পর্শ করা। (সূরা বনী ইসরাইল : ৩২, কিতাবুল যাওয়াজির : ২/৩)

(৩৫) মহিলা কর্তৃক পর পুরুষের সামনে বেপর্দা হওয়া। (সূরা নূর : ৩১)

(৩৬) পর-নারী ও পর-পুরুষ পরস্পরে কামভাব নিয়ে কথা বলা। (সূরা আহযাব : ৩২, কিতাবুল যাওয়াজির : ২/৩৪৯)

(৩৭) যুবক-যুবতীদের সহ শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা বা সেখানে বেপর্দাভাবে পড়া-লেখা করা। (বনী ইসরাইল : ৩২, সূরা নূর : ৩১, কিতাবুল ইমান : ৮৯)

(৩৮) কাউকেও কোনো উপকার করে খোঁটা দেওয়া। (সূরা হুযরাত : ১১, কিতাবুলকাবাইর : ১৫৮ (৪০নং)

(৩৯) তাচ্ছিল্যের সাথে কারো প্রতি বিদ্রুপ করে হাঁসা। (তিরমিযী : ২/১৫, গোনাহে বে লযযত : ১৫ ২নং)

(৪০) ধোঁকা দেওয়া বা প্রতারণা করা। (তিরমিযী, মিশকাত : ৪২৮ কিতাবুল যাওয়াজির : ১/১৩৬)

(৪১) কাউকেও তার অতীত গোনাহের উপর লজ্জা দেওয়া। (তিরমিযী : ২/২৩)

(৪২) অহংকার করা বা নিজের থেকে কাউকে ছোট মনে করা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত : ৪৩৩, কিতাবুল কাবাইর : ৮৪, যাওয়াজির : ১/১১০)

(৪৩) নিজেকে উত্তম, ভাল ও আল্লাহ পাকের নিকট মকবুল মনে করা এবং অন্যকে অনুত্তম মনে করা। (সূরা নযম : ৩২, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/১১৫)

(৪৪) অন্যায় বা পাপকে ঘৃণা না করা। (মিশকাত : ৪৩৬)

(৪৫) পাপীকে ঘৃণা করা (অর্থাৎ 'পাপকে ঘৃণা করা ফরয কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করা হারাম'। (মুসলিম, মিশকাত : ৪৩৩, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/১১০-১১৫)

(৪৬) সঠিক দলিল প্রমাণ ছাড়াই 'সত্য বা হক্ব'কে না মানা। (মুসলিম, মিশকাত : ৪৩১, কিতাবুল কাবাইর : ২২২ (৬০নং)

(৪৭) অন্তরে কারো প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণ করা। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত : ৪২৮, কিতাবুল যাওয়াজির : ৮৯)

(৪৮) ক্রোধ বা রাগ করা (আপন স্বার্থে)। তবে দ্বীনি স্বার্থে ক্রোধ বৈধ কিংবা জরুরী।
(মিশকাত : ৪৩৪, শামায়েলে তিরমিযী : ১৫, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/৮৪)

(৪৯) কারো ক্ষতি কামনা করা। (বুখারী : ১/১৩)

(৫০) কারো ক্ষতিতে খুশি বা আনন্দ লাভ করা।
(মুসলিম : ১৫৫ গুনাহে বে লযযত : ৬৫)

(৫১) রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ও কারো প্রসংশা পাওয়ার জন্য কোনো ইবাদত করা।
(সূরা কাহাফ : ১১০, মিশকাত : ৪৫৫, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/৬২)

(৫২) বড়দের সম্মান ও শ্রদ্ধা না করা বা বেয়াদবী করা এবং ছোটদেরকে স্নেহ না করা।
(তিরমিযী : ২/১৪, মিশকাত : ৪২৩, কিতাবুল কাবাইর : ১০৩ (৮৪নং)

(৫৩) স্বামীর অবাধ্য হওয়া।
(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত : ২৮৩, কিতাবুল কাবাইর : ১৭৪-১৭৭)

(৫৪) স্ত্রীর উপর জুলুম করা।
(মুসলিম, আবু দাউদ, বুখারী : ২/৭৮৫, মিশকাত : ২৮১, কিতাবুল কাবাইর : ১১৮)

(৫৫) একজনের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্যের প্রস্তাব দেওয়া। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত : ২৭১)

(৫৬) একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইনসাফ বা সমতা রক্ষা না করা। (সূরা নিসা : ৩, মিশকাত : ২৮৯, কিতাবুল যাওয়াজির : ২/৬০)

(৫৭) যৌতুক দাবী করা বা গ্রহণ করা।
(মুসলিম, মিশকাত : ৪৩৪, ৪৩৫, কিতাবুল যাওয়াজির : ২/৩১২-৩১৪ (৪২৪-৪২নং)

(৫৮) ঘুষ খাওয়া বা ঘুষ দেওয়া ও ঘুষের কাজে সহায়তা করা। (মুসলিম, মিশকাত : ৪৩৪, ৪৩৫, কিতাবুল যাওয়াজির : ২/৩১২-৩১৪ (৪২৪-৪২নং)

(৫৯) সুদ গ্রহণ করা বা সুদ প্রদান করা।
(মুসলিম, মিশকাত : ২৪৪, কিতাবুল কাবাইর : ৬৭, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/৩৭৬)

(৬০) সুদের চুক্তিপত্র লেখা ও সুদী-কায়-কায়বারে চাকুরী করা। (মুসলিম, মিশকাত : ২৪৪, কিতাবুল যাওয়াজির : ৩৭৬)

(৬১) সুদের সাক্ষী হওয়া। (মুসলিম, মিশকাত : ২৪৪, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/৩৭৬)

(৬২) বীমা-ইন্সুরেন্সে অংশগ্রহণ করা।
(ফিকহি মাকালাত, কিতাবুল ঈমান : ৮৯)

(৬৩) লটারীর টিকিট ক্রয়-বিক্রয় এবং তার পুরস্কার গ্রহণ করা। (ফিকহি মাকালাত, কিতাবুল ঈমান : ৯৩)

(৬৪) আমানতের খেয়ানত করা।
(সূরা আনফাল : ২৭, তিরমিযী : ২/১৫, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/১৪৪)

(৬৫) ওয়াদা ভঙ্গ করা বা বিশ্বাস ঘাতকতা করা।
(তিরমিযী : ২/১৫, বুখারী : ১/১০,কিতাবুল কাবাইর : ১৭০, কিতাবুল যাওয়াজির : ১৭২)

(৬৬) সত্য সাক্ষ্য গোপন করা।(সূরা বাকারা) : ১৪০)

(৬৭) ক. জুম'আর নামায আদায় না করা ও জুম'আর

আযানের পর দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত থাকা।
(সূরা জুম'আ : ৯, কিতাবুল কাবাইর : ৬৬ নং, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/২৪৯)

খ. জুম'আর মুসল্লিদের গর্দান ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া। (তিরমিযী, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/২৫০)

(৬৮) ক. বিনা ওজরে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায, খ. বিতির নামায, গ. দুই ঈদের নামায ও জানাযার ফরযে কেফায়া নামায ছেড়ে দেওয়া, ঘ. জামাতে নামায আদায় না করা (পুরুষের জন্য)। (সূরা বাকারা : ৪৩, বনী ইসরাইল ৭৮, হূদ : ১১৪, কাউসার : ২, সিহাহ সিত্তাহ, কিতাবুল কাবাইর : ৬৫নং, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/২৩৬)

(৬৯) নামাযের কাতার সোজা না করা।
(বুখারী ও মুসলিম : ১/২৪১)

(৭০) নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাওয়া।
(সিহাহ সিত্তাহ, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/২৩৫)

(৭১) বিনা ওজরে রমযানের রোযা না রাখা বা ভঙ্গ করা। (সূরা বাকারা : ১৮৩, ১৮৫, কিতাবুল কাবাইর : ৪২ (৬নং)

(৭২) যাকাত (ফরয হলে) না দেওয়া।
(সূরা মুজজাম্মিল : ২০, বাকারা : ৪৩,
কিতাবুল কাবাইর : ৩৮ (৫নং)

(৭৩) কুরবানী ও ফিতরা (ওয়াজিব হলে) আদায় না করা বা কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে নিজে গ্রহণ করা। (কিতাবুল জাওয়াজির : ১/৩৪৫)

(৭৪) হজ্জ (ফরয হলে) আদায় না করা বা গাফলতি করে আদায় করতে দেরী করা।
(সূরা আল-ইমরান : ৯৭, মিশকাত : ২৯৭,
কিতাবুল কাবাইর : ৪৩ (৭নং)

(৭৫) ক. বৈধ মান্নত পূরণ না করা।
(কিতাবুল ঈমান : ১০৫,
কিতাবুল যাওয়াজির : ৪১৬)

খ. নাজায়েয স্থানে মান্নত করা। (মিশকাত : ২৯৭,
কিতাবুল ঈমান : ১০৫)

(৭৬) নামায-রোযা প্রভৃতির কাযা কাফফারা ও ফিদিয়া আদায় না করা। (বাকারা : ১৮৫, কিতাবুল ঈমান)

(৭৭) ক. আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা। (আহমাদ, মিশকাত : ২৮৩)

খ. মুসলমানকে কাফির বা হে আল্লাহর দুশমন বলা।
(কিতাবুল ঈমান : ৮৮ (২৬নং),
কিতাবুল যাওয়াজির : ২/২০৫)

(৭৮) ক. মদ বা নেশাজাত দ্রব্য পান করা।
(সূরা মায়িদা : ৯০, কিতাবুল কাবাইর : ৮৮,
কিতাবুল যাওয়াজির : ২/২৪৮)

খ. জুয়া, দাবা, হারাম খেলা ও হারাম তামাশায় লিপ্ত হওয়া। (সূরা মায়িদা : ৯০, কানজুল উম্মাল : ৫/২৩৮, কাবাইর : ৯৫-৯৭)

(৭৯) ক. মূর্তি বা ভাস্কর্য তৈরি করা বা ক্রয়-বিক্রয় করা। (আহমদ, মিশকাত : ৩১৮)

খ. কোনো প্রাণীর ছবি তোলা বা অংকন করা।
(বুখারী : ২/৮৮০, কিতাবুল কাবাইর : ১৮৩-১৮৫)

(৮০) ক. পুরুষ হয়ে নারীর এবং নারী হয়ে পুরুষের ছবি দেখা। চাই টিভি, ভিসিআর, প্রভৃতিতে হোক বা অন্যত্র হোক। (কিতাবুল ঈমান : ৯৮)

খ. টিভি, ভিসিআর, ভিডিও ক্যামেরা প্রভৃতি ক্রয় করা এবং ঘরে রাখা ও দেখা।
(সূরা লোকমান : ৬, বুখারী,
মিশকাত : ৩১৮, কিতাবুল ঈমান : ৯৮)

গ. সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করা বা পরিচালনা করা ও সিনেমা দেখা। (সূরা মায়িদা : ২, মুসলিম, মিশকাত : ৩৩, কিতাবুল ঈমান : ৮৯)

ঘ. নাট্য ও নৃত্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা বা দেখা। (আহমাদ, মিশকাত : ৩১৮, ইনজারুল আশাইর, গোনাহে বে লয্যত : ৬৭

ঙ. পতিতালয় প্রতিষ্ঠা করা বা তার সহযোগিতা করা। (সূরা মায়িদা : ২, মুসলিম, মিশকাত : ৩৩/ কিতাবুল ঈমান : ৮৯)

(৮১) ক. গান-বাদ্য করা বা শোনা। (তিরমিযী : ২/৪৫, কিতাবুল যাওয়াজির : ২/৩৩৬)

খ. গান বা নৃত্য শিক্ষা করা বা দেওয়া। (মিশকাত : ৪০৯, ৪১১, কিতাবুল যাওয়াজির : ২/৩৩৬)

(৮২) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অসহায় লোকের সাহায্য না করা। (সূরা বনী ইসরাইল : ২৬, মিশকাত : ৪২৫)

(৮৩) কারো প্রাপ্য হক বা পাওনা না দেওয়া। (সূরা বনী ইসরাইল : ২৬, কিতাবুল কাবাইর : ১১৮)

(৮৪) সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ঋণ আদায়ে বিলম্ব করা। (মিশকাত : ২৫২, কিতাবুল কাবাইর : ১১৮)

(৮৫) সুস্থ সবল ব্যক্তিদের পক্ষে ভিক্ষা করা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত : ১৬২-১৬৩)

(৮৬) বিজাতি তথা অমুসলিম ও ফাসিকদের পোষাক, আচার-আচারণ অবলম্বন করা। যেমন টাই ইত্যাদি । (বুখারী, মিশকাত : ২৭, ৩৭৫, কিতাবুল ঈমান : ১০৬)

(৮৭) পুরুষ কর্তৃক টাখনুর নীচে কাপড় (প্যান্ট, পাজামা ও লুঙ্গী) পরিধান করা। (বুখারী : ২/৮৬১, কিতাবুল কাবাইর : ২১৭)

(৮৮) পুরুষ কর্তৃক মহিলাদের এবং মহিলা কর্তৃক পুরুষদের আকৃতি ধারণ করা বা তাদের পোষাক ও বেশ-ভূষা অবলম্বন করা। (সূরা আহযাব : ৩৩, মুসলিম : ২০৫, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/২৫৮)

(৮৯) এমন পোষাক পরিধান করা, যার দ্বারা 'সতর অর্থাৎ ঢেকে রাখা ফরয এমন কোনো অঙ্গ' প্রকাশ পায়। (সূরা আরাফ: ২৬, মিশকাত : ২৬৯, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/২৫৮)

(৯০) মহিলার শরীরের ও পুরুষের সতরের গঠন প্রকাশ পায় এমন পাতলা বা টাইট ফিট কাপড় পরিধান করা। (সূরা আহযাব : ৩৩, মুসলিম : ২০, ২০৫,কিতাবুল যাওয়াজির : ১/২৫৮)

(৯১) জিহাদ বা অনুরূপ কোনো যথাযথ প্রয়োজন ব্যতীত দাড়িতে বা চুলে কালো খিজাব ব্যবহার করা। (কিতাবুল যাওয়াজির : ২৬১ (১১১নং)

(৯২) দাঁড়ি মুন্ডানো বা এক মুষ্টি হওয়ার পূর্বেই ছেটে ফেলা। (বুখারী, মিশকাত : ৩৮১, কিতাবুল আছার, দুররে মুখতার, শামী : ৯/৫৮৩)

(৯৩) ক. মহিলাদের মাথার চুল কেটে মডেলিং করা। (কিতাবুল ঈমান : ৮৯)

খ. কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা। (তারগীব : ৩/১২০, কিতাবুল ঈমান : ১০৭)

(৯৪) অবৈধ পন্থায় বেচা-কেনা করা। (মিশকাত : ২৪৬, ২৫৬, কিতাবুল কাবাইর : ১/৩৮৩)

(৯৫) বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দেওয়া। (সূরা রহমান : ৯, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/৪০৭)

(৯৬) মালে ভেজাল দেওয়া বা খরিদ্দারকে ধোঁকা দেওয়া কিংবা মালের দোষ গোপন করা। (মুসলিম, মিশকাত : ২৪৮, ২৪৯, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/১৯৬)

(৯৭) শ্রমিকের পারিশ্রমিক দেওয়ার ক্ষেত্রে তঞ্চকতা করা। (বুখারী, মিশকাত : ২৫৮, কিতাবুল কাবাইর : ১১৯-১২০)

(৯৮) অন্যায় বিচার করা বা বিচারে পক্ষপাতিত্ব করা। (সূরা নাহল : ১৬, ৭৬, কিতাবুল কাবাইর : ১৩৭-১৩৯)

(৯৯) দুর্ভিক্ষ বা সংকটের সময় নিত্য প্রয়োজনীয় মাল-দ্রব্য অধিক মূল্য লাভের আশায় গুদামজাত করা। (মুসলিম, মিশকাত : ২৪৬, ৪৭, কিতাবুল যাওয়াজির : ৩৮৭)

(১০০) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে খুশি হওয়া। (কিতাবুল ইমান, মিশকাত : ২৪৭, গুনাহে বে লায্যাত : ৬৬(৭৪) নং

(১০১) জ্যোতিষী বা গনকের নিকট যাওয়া বা তার কথা বিশ্বাস করা। (মুসলিম, মিশকাত : ৩৯৩, কিতাবুল কাবাইর : ১৭১-১৭২)

(১০২) যাদু টোনা করা। (কিতাবুল কাবাইর : ২১(৩নং)

(১০৩) খাদ্য দ্রব্যকে মন্দ বলা।
(কিতাবুল ঈমান : ৮৯(৪৩নং)

(১০৪) প্রিয়জনের মৃত্যুতে শরী'আতের খেলাফ শব্দ উচ্চারণ পূর্বক বিলাপ/ চিৎকার করে ক্রন্দন করা। (মিশকাত : ১৫০,
কিতাবুল কাবাইর : ১৮৫-১৮৮)

(১০৫) অন্যের ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা বা উঁকি মেরে দেখা।
(সূরা নূর : ২৭, গুনাহে বে লায্যাত : ২(৫নং)

(১০৬) ক) ফরয বা জরুরী পরিমাণ ইল্ম অর্জন না করা। (ইবনে মাযাহ, মিশকাত : ২)

খ) ইল্ম অনুযায়ী আমল না করা।
(বুখারী, মুসলিম : ১/১৫৫-১৫৬)

(১০৭) নিজ স্ত্রী সন্তানদেরকে প্রয়োজনীয় ইল্ম এবং আদব শিক্ষার ব্যবস্থা না করা।(সূরা তাহরীম : ৬,
তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

(১০৮) আপন স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদেরকে শরী'অতের

খেলাফ চলতে সুযোগ দেওয়া বা শিথিলতা প্রদর্শন করা।(আহমাদ, মিশকাত: ১৮,
কিতাবল কাবাইর : ১৪৪-১৪৫)

(১০৯) কুরআন শরীফ শিখে ভুলে যাওয়া।
(আবূ দাঊদ, মিশকাত : ১৯১,
কিতাবুল যাওয়াজির : ১/১৯৯)

(১১০) জিহাদ ফরয হলে জিহাদে অংশগ্রহণ না করা বা জিহাদের ময়দান এবং দ্বীনি খেদমত থেকে পলায়ন করা।(সূরা আনফাল : ৩৯, মুসলিম মিশকাত :(সূরা আনফাল : ৩৯, মুসলিম,
মিশকাত : ৩১৩, কিতাবুল কাবাইর : ৭৮-৭৯)

(১১১) অন্যায় ও গোনাহের কাজে সমর্থন, সহায়তা ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করা।
(সূরা মায়িদাহ : ৪২, কিতাবুল ইমান : ১০২)

(১১২) ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যায় কাজে বাঁধা না দেওয়া। (মুসলিম, মিশকাত– ৪৩৬, কিতাবুল ইনজারুল আশাইর, গুনাহে বে লায্যাত– ২৯নং,
কিতাবুল ঈমান : ১০২)

(১১৩) ক. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আইন প্রবর্তন না করা।(কিতাবুল ঈমান : ১

খ) সৎ ও আমানতদার, যোগ্য লোকের পরিবর্তে অসৎ খেয়ানতকারী, অযোগ্য লোককে (আত্মীয়তা বা অন্য কোনো স্বার্থের বশবর্তী হয়ে) নির্বাচিত করা।(কিতাবুল ইমান : ১০২)

(১১৪) কোনো মুসলমানকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়া। (বুখারী : ১/৬, কিতাবুল কাবাইর : ২১০(৫৩নং)

(১১৫) কোনো সৃষ্টিকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়া। যেমন : জবেহকৃত পশুর রুহ বের হওয়ার পূর্বেই বা মাছ ইত্যাদি না মেরে তার চামড়া বা আইশ ছাড়ানো। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত : ৩৫৭, কিতাবুল কাবাইর : ২০৪(৫১নং)

(১১৬) কোনো জীব-জন্তু ও কীট পতঙ্গকে আগুনে পুড়িয়ে বা পানিতে চুবিয়ে মারা। কিতাবুল যাওয়াজির : ১/৩৬৪)

(১১৭) আত্ম হত্যা করা। (সূরা নিসা : ২৯-৩০, বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, কিতাবুল কাবাইর : ১৩২-১৩৩)

(১১৮) সন্তান প্রজনন বন্ধের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা সন্তান নষ্ট করা। (আহসানুল ফাতাওয়া : ৮/৩৪৭-৩৫৩)

(১১৯) যমীনের সীমানা বা আইল ভেঙ্গে সীমানা পরিবর্তন করে অন্যের জমি গোপনে দখল করা। (মুসলিম, ফযজুল কালাম : কিতাবুল ঈমান : ৮৯, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/৪২৯)

(১২০) (সুন্দরী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা বা তাতে অংশ গ্রহণ করা। (সূরা নূর : ৩১, সূরা আরাফ : ২৬ : কিতাবুল ঈমান)

(১২১) প্রমোদবালার পেশা গ্রহণ করা। (মিশকাত : ৪১০, কিতাবুল ইমান : ৮৯)

(১২২) খাজাঁ বাবার গান, যাত্রানুষ্ঠান বা জারি গানের আসর বসান বা তাতে অংশ গ্রহণ করা। (মিশকাত : ৩১৮, কিতাবুল ইমান : ৮৯)

(১২৩) বিজাতীয় প্রথা বা পার্বন পালন করা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত : ২৭, ৩৫, কিতাবুল ইমান : ৮৯(৬৮নং)

(১২৪) কবরে বা বিশেষ কোনো স্মৃতি স্তম্ভে ফুল দেওয়া বা বাতি জ্বালান ও সাজসজ্জা করা। (আহমাদ, মিশকাত : ২৮৩, কিতাবুল ইমান, কিতাবুল যাওয়াজির : ১৪৪-১৪৭)

(১২৫) নাইট ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা বা তাতে অংশ গ্রহণ করা। (কিতাবুল ইমান : ৮৯)

(১২৬) একসঙ্গে তিন তালাক প্রদান করা। (যদিও একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাক পতিত হয়ে যায় কিন্তু কাজটি কবীরা গুণাহের অন্তর্ভুক্ত)। (নাসায়ী, মিশকাত : ২৮৪, গুনাহে বে লায্যাত : ৪৭(২৭নং)

(১২৭) পেশাব থেকে ভালোভাবে পাক-সাফ না হওয়া। (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ : ২৯, ইবনে আবি শাইবা : ১/১২১, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/২১১)

(১২৮) পুরুষের জন্য সোনার বা কোনো ধাতব দ্রব্যের আংটি বা অন্যকোনো দ্রব্য ব্যবহার করা (তবে চার আনা পরিমাণ রৌপ্য নির্মিত আংটি বৈধ)। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৩৭৮,কিতাবুল কাবাইর : ২৮১)

(১২৯) পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত : ৩৭৫, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/২০৬)

(১৩০) মহিলাদের জন্য সুগন্ধি দ্রব্য মেখে পর-পুরুষের চলাচলের স্থানে আসা। (আত্তারগীব আত্তারহীব : ৩/৮৪, তিরমিযী, মিশকাত : ৯৬, কিতাবুল ইমান : ১০৬)

(১৩১) রাস্তা ঘাট বা ছায়াদার–ফলদার বৃক্ষের নীচে পেশাব– পায়খানা করা। (মিশকাত : ৪৩, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/২০৬)

(১৩২) দেহ, পোশাক ও মুখের নোংরামী ও দুর্গন্ধ দূর না করা এবং সে অবস্থায় অন্য লোকের সংস্পর্শে বা এরূপ যে কোনো ভাবে অন্যকে কষ্ট দেওয়া। (মিশকাত–৪৪,কিতাবুল যাওয়াজির : ১/৪২২-৪২৭)

(১৩৩) মেহমানের খাতির, আদর-যত্ন ও অভ্যর্থনা না করা। (মিশকাত: ৩৬৮, কিতাবুল ইমান: ১০২)

(১৩৪) বিনা দাওয়াতে আহার করা। (মিশকাত : ২৭৮, কিতাবুল যাওয়াজির : ২৬৯ নং)

(১৩৫) কোনো পদ-মর্যাদার লোভ রাখা। (তিরমিযী, মিশকাত : ৩৪,কিতাবুল কাবাইর : ৮৩)

(১৩৬) আল্লাহ পাকের রহমাত হতে নৈরাশ হওয়া।
(সূরা ঝুমার : ৫৩, কি: যাওয়াজির : ১/১৪৬)

(১৩৭) আল্লাহ পাকের আজাব হতে নির্ভীক হওয়া।
(সূরা আলে- ইমরান : ১০২,
কিতাবুল যাওয়াজির : ১/১৪৬)

(১৩৮) সামর্থ্য থাকা স্বত্ত্বেও জরুরী খরচ করতে কৃপণতা করা। (সূরা হাদীদ-২৪, কিতাবুল ইমান : ১০৪(৯৪নং)

(১৩৯) প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ বা অপচয় করা।
(সূরা বনী ইসরাইল : ২৬,
গুনাহে বে লায্যত– ৬৫(৪১নং)

(১৪০) কোনো বিদআত ও কু-রসম চালু করা বা পালন করা এবং কোনো বিদআতীকে সম্মান করা।
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ২৭
কিতাবুল যাওয়াজির : ১/১৩৬)

(১৪১) জাল হাদীস বর্ণনা করা।
(তিরমিযী, মিশকাত : ৩৫, কাবাইর : ৭৭(১৪নং)

(১৪২) দুনিয়া অর্জনের জন্য ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করা।
(আবূ দাউদ, মিশকাত : ৩০৫,
কিতাবুল যাওয়াজির : ১/১৫১)

(১৪৩) ইমামতী, মুয়াজ্জিনী ও দ্বীন শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত অন্য কোনো নেক আমল করে যেমন– কুরআন তিলাওয়াত বা দু'আ-দুরুদ পাঠক করে তার বিনিময় গ্রহণ করা বা দেওয়া এবং দাওয়াত খাওয়া। সূরা বাকারা– ৪১, বাইহাকী, মিশকাত– ১৯২,শরহে উকুদে রসমুল মুফ্‌তি : ৬-৭)

(১৪৪) মৃত ব্যক্তি উপলক্ষ্যে প্রচলিত খাওয়ার আয়োজন করা ও কুরআনত তেলাওয়াত ও দু'আ খানি করে বিনিময় গ্রহণ করা বা দেওয়া এবং দাওয়াত খাওয়া।
(আহ্‌সানুল ফাতাওয়া : ১/৩৫৫, ৩৭৫)

(১৪৫) অহেতুক কুকুর পোষা।
(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত : ৩৮৫,
গুনাহে বে লায্যাত–৫৩(৩৩নং)

(১৪৬) পুরুষ/মহিলার নাভির নীচের পশম, বোগলের পশম ও নখ ইত্যাদি কাঁটতে চল্লিশ দিনের অধিক দেরী করা।
(মুসলিম, মিশকাত– ৪৪, বেহেশতী জেওর,
নূরুল ইজাহ, ফাতাওয়ায়ে শ্বামী– ৯/৫৮৩)

(১৪৭) খাতনা না করা। (কিতাবুল ইমান : ১০২, কিতাবুল যাওয়াজির– ৩৮৯নং)

(১৪৮) নামায, ওযু-গোসল, হজ্বসহ যে কোনো আমলের ফরয ও ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়া। (সূরা আলে-ইমরান–৩২০, সূরা নিসা– ৫৯, কিতাবুল যাওয়াজির : ২/২১০, ২১১, ২৩১)

(১৪৯) কোনো হারাম ও মাকরূহে তাহরীমি কাজে লিপ্ত হওয়া। প্রভৃতি কবীরা গুনাহ। (সূরা আন'আম– ১২০, সূরা হাশর–৭, কিতাবুল যাওয়াজির : ১/৭-১০)

(১৫০) ছগীরা গুনাহ বার বার করাও কবিরা গুণাহ অর্থাৎ কবীরা গুনাহের সমান অপরাধে অপরাধী হতে হয়। (মুকদ্দমায়ে মিশকাত, কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল যাওয়াজির : ২/৩৫৮)

সকাল সন্ধ্যার অযীফা

صلى الله عليه وسلم

আমল নং ১

হাদীস ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব রাযি. বর্ণনা করেন, এক রাত্রে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল এবং ভীষণ অন্ধকারও ছিল, তখন আমরা রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তালাশ করার জন্য বের হলাম। অতঃপর আমরা হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেয়ে গেলাম। তখন হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি বল! আমি আরয করলাম, কি বলব ? তখন হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক সূরা নাস-** এ সূরা তিনটি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়ে নাও। এটা তোমার প্রতিটি বস্তুর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

(মিশকাত শরীফ ঃ ১৮৮)

(১) সূরা ইখলাস– (তিনবার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

(২) সূরা ফালাক– (তিনবার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ـ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ

(৩) সূরা নাস– (তিনবার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُبِرَبِّ النَّاسِ ـ مَلِكِ النَّاسِ ـ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

আমল নং ২

হাদীস ঃ হযরত আবু দারদা রাযি. বর্ণনা করেন, জনাব রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা নিম্নোক্ত দোয়াটি সাত বার পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়া এবং

আখেরাতের সর্ব রকমের চিন্তা-পেরেশানীর জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবেন। (রুহুল মা'আনী ১১ পারা ৫২ পৃষ্ঠা)

দোয়াটি এই ঃ (সাতবার)

حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য যথেষ্ট, যিনি ব্যতীত আর কেউ মা'বুদ হওয়ার উপযুক্ত নয়। আমি তার উপরই ভরসা করেছি এবং তিনি আরশে আযীমের মালিক।

আমল নং ৩

হাদীস ঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াছার রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর তিন বার–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

পাঠ করতঃ সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত একবার পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা নিযুক্ত করেন। উক্ত ফেরেশ্তাগণ সন্ধ্যা

পর্যন্ত মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে। ঐ সন্ধ্যার পূর্বে যদি তার মৃত্যু হয়, তবে তার শহীদের মর্তবা নসীব হবে। আবার যখন মাগরিব বাদ উপরিউক্ত নিয়মে পাঠ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাজার ফিরিশ্তা নিযুক্ত করেন। উক্ত ফিরিশ্তাগণ তার জন্য সকাল পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকেন। আর যদি সে ঐ রাত্রে মৃত্যুবরণ করে, তবে তার শহীদের মৃত্যু নসীব হবে।

(মেশকাত ঃ ১৮৮)

যেমন, তিনবার পাঠ করবে ঃ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অতঃপর একবার ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

আমল নং ৪

হযরত আবান ইবনে উসমান রাযি. বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফযরের নামাযের পর এবং মাগরিবের নামাযের পর এই দু'আ তিনবার পাঠ করবে, দুনিয়ার কোন ব্যক্তি বা বস্তু তার ক্ষতি করতে পারবে না। (মেশকাত শরীফ ঃ ২০৯)

দোয়াটি এই ঃ (তিনবার)

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে (আমি সকাল/সন্ধ্যা অতিবাহিত করলাম) যে নামের সাথে আসমান এবং যমীনের কোন বস্তু ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।

আমল নং ৫

যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়াটি ফজরের নামাযের পর এবং মাগরিবের নামাযের পর তিন তিন বার পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার পাঁচটি জিনিসের হেফাযত করবেন।

(১) দ্বীনের হেফাযত

(২) জানের হেফাযত।

(৩) মালের হেফাযত।

(৪)পরিবার পরিজনের হেফাযত।

(৫) সন্তানাদির হেফাযত। দোয়াটি এই ঃ (তিনবার)

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِىْ وَنَفْسِىْ وَوَلَدِىْ
وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামের বরকত হোক আমার দ্বীনের

ওপর, আমার জানের ওপর, আমার সন্তানাদির উপর, আমার পরিবার পরিজনের ওপর, আমার মাল-সম্পদের ওপর। কানযুল উম্মাল ঃ ২/৬৩৫)

আমল নং ৬

অন্ধ,পাগল,প্যারালাইসিস রোগ থেকে হেফযতের জন্য ফজরের নামাযের পর এবং মাগরিবের নামাযের পর নিম্নোক্ত দোয়াটি তিনবার পাঠ করবে। দোয়াটি এই চারবার পড়বে।(আমালুল ইয়াউমি ওয়াররাইলাহ)

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

আমল নং ৭

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন, আমার নিকট রাসূলে খোদা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এ দোয়াটি অধিক পরিমাণে পড়তে থাক। এটা জান্নাতের ভাণ্ডারের একটি অংশ। মে'রাজ রাত্রে হযরত

নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবরাহীম আ. এর নিকট দিয়ে গমন করেন। তখন হযরত ইবরাহীম আ. বললেন, হে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার উম্মতগণকে আদেশ করুন, তারা যেন নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে জান্নাতের বাগিচাসমূহকে বর্ধিত করে নেয়। দোয়াটি এই ঃ (বাদ ফজর ও বাদ মাগরিব সাতবার করে)

لَاحَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ اِلَّا بِـالـلّٰـهِ

আমল নং ৮

দুরূদে তুনজীনা ঃ (বাদ ফজর ও বাদ মাগরিব তিনবার)

اَلـلّٰـهُـمَّ صَـلِّ عَـلٰـى سَـيِّـدِنَـا وَمَـوْلَانَـا مُـحَـمَّـدٍ وَّعَـلٰـى اٰلِ سَـيِّـدِنَـا وَمَـوْلَانَـا مُـحَـمَّـدٍ صَـلٰـوةً تُـنَـجِّـيْـنَـا بِـهَـا مِنْ جَـمِـيْـعِ الْاَهْـوَالِ وَالْاٰفَـاتِ وَتَـقْـضِـى لَـنَـا بِـهَـا جَـمِـيْـعَ الْـحَـاجَـاتِ وَتُـطَـهِّـرُنَـا بِـهَـا مِـنْ جَـمِـيْـعِ الـسَّـيِّـئَـاتِ

وَتَـرْفَـعُـنَـا بِـهَـا عِـنْـدَكَ اَعْـلَـى الـدَّرَجَـاتِ وَتُـبَـلِّـغُـنَـا بِـهَـا اَقْـصَى الْـغَـايَـاتِ مِـنْ جَـمِـيْـعِ الْـخَـيْـرَاتِ فِـى الْـحَـيٰـوةِ وَبَـعْـدَ الْـمَـمَـاتِ اِنَّـكَ عَـلٰـى كُـلِّ شَـيْـئٍ قَـدِيْـرٌ۔

এ দরূদ শরীফে বরকত অগণিত। এ দরূদ পাঠ করলে সর্ব রকমের বালা মসীবত ও রোগ-ব্যাধি থেকে হেফাযত লাভ হয়। দিলের মধ্যে আশ্চর্য ধরনের প্রশান্তি অনুভব করা যায়। এ দরূদ বুযুর্গানে দ্বীনের পরীক্ষিত একটি আমল। (যাদুস সাইদের দ্রষ্টব্য)

আমল নং ৯

যাবতীয় যাদু ইত্যাদি থেকে হেফাযতের উদ্দেশ্যে সকাল সন্ধ্যায় সূরা ইউনুসের ৮১ ও ৮২ নং আয়াত তিনবার পড়বে।

فَـلَـمَّـا اَلْـقَـوْا قَـالَ مُـوْسٰـى مَـا جِـئْـتُـمْ بِـهِ الـسِّـحْـرَ ۔ اِنَّ الـلّٰـهَ سَـيُـبْـطِـلُـهٗ ۔ اِنَّ الـلّٰـهَ لَا

يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ـ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ـ

আমল নং ১০

দুর্ভাগ্য ও কঠিন পরীক্ষা হতে হেফাযতের দু'আ

হাদীস ঃ হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর নিকট কঠিন পরীক্ষা হতে, দুর্ভাগ্যে পতিত হওয়া থেকে প্রত্যেক ঐ ফয়সালা থেকে, যা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর এবং শত্রুদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ থেকে পানাহ চাও।

(মেশকাত ঃ ৫/২২২)

দু'আটি এই ঃ (সাতবার)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جُهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ

আমল নং ১১

হেদায়াতের অনুপ্রেরণা এবং নফসের ক্ষতি হতে হেফাযতের দু'আ ঃ

হাদীস ঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বর্ণনা করেন– রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পিতা হুসাইন রাযি. কে দু'টি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যে বাক্য দুটি দ্বারা তিনি দু'আ করতেন। যেমন–

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ وَاَعِذْنِىْ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ

(এ দোয়াটি বাদ ফজর ও বাদ মাগরিব তিনবার পড়বে)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনার হেদায়াত আমার উপর সর্বদা ইলহাম করতে থাকুন অর্থাৎ আমার অন্তরে হেদায়াতের কথাসমূহ প্রদান করতে থাকুন এবং আমাকে আমার নফসের ক্ষতি থেকে সর্বদা রক্ষা করুন। (তিরমিযী ৫৭১)

আমল নং ১২

সূক্ষ্ম শির্ক হতে পরিত্রাণ পাওয়ার দু'আ ঃ

হাদীস ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বর্ণনা করেন, হুযূর আকদাস সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মতের মাঝে শিরকের অনুপ্রবেশ কালো পাথরের উপর পিঁপিলিকার চলার চাইতেও সূক্ষ্ম। (কানযুল উম্মাল ঃ ২/৮১৬)

মেরকাতের ১০/৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, শির্ক অত্যাধিক সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। কেননা তা আঁধার রাতে কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়া চলার চেয়েও সূক্ষ্ম। অর্থাৎ যেরূপ অন্ধকার রাত্রে কালো পাথরের উপর কালো পিঁপিলিকা চলন্তাবস্থায় নযরে আসে না। এই শিরক তার চেয়েও সুক্ষ্মভাবে অন্তরের মাঝে প্রবেশ করে। এ শিরক হতে অনেক কম মানুষই বাঁচতে পারে। এমনকি উম্মতের মধ্যে যারা পাকাপোক্ত ঈমানদার অর্থাৎ খাছ উম্মত, তারাও শির্ক হতে বাঁচতে পারে না। সুতরাং দুর্বল ঈমানদারগণের অবস্থা কি হতে পারে ? এরূপ কথা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ঘাবড়ে গেলেন এবং আরজ করলেন–

فَكَيْفَ النَّجَاةُ وَالْمُخْرِجُ مِنْ ذٰلِكَ

(ইয়া রসুলুল্লাহ! এ বিপদ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার ও বাঁচার উপায় কি ?) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি দোয়া শিক্ষা দিব না, সে দোয়াটি যখন তুমি পড়বে, তখন–

بَرِئْتَ مِنْ قَلِيْلِهٖ وَكَثِيْرِهٖ وَصَغِيْرِهٖ وَكَبِيْرِهٖ

অর্থাৎ তুমি স্বল্প শিরক হতে, বেশী শিরক হতে, ছোট শিরক হতে এবং বড় শির্ক হতে তথা সমস্ত প্রকার শির্ক হতে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে ? তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অবশ্যই আমাকে সেটা বলে দিন। তখন হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শির্ক হতে পরিত্রাণের জন্য এভাবে দোয়া কর ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আমার জ্ঞাতসারে শরীক করা হতে আপনার নিকট পানাহ চাই এবং আমার অজ্ঞাতসারে শরীক করা হতে আপনার নিকট ক্ষমা চাই।

[বিঃ দ্রঃ এ দু'আটি বাদ ফজর ও বাদ মাগরিব তিনবার পড়তে হবে।]

আমল নং ১৩

سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ বা (শ্রেষ্ঠ তওবা)

দৈনিক এক বার

হাদীস ঃ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওছ রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সাইয়েদুল ইস্তেগফার (শ্রেষ্ঠ তওবা) হল, বান্দা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَیَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْلِیْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি যথাসম্ভব আপনার অঙ্গীকার ও আপনার ওয়াদার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যে গুনাহ করেছি, তার ক্ষতি হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। আমি আপনার নেয়ামত সমূহকে স্বীকার করছি এবং আমার গুনাহ সমূহকেও স্বীকার করছি। সুতরাং আমাকে মাফ করে দিন। কেননা আপনি ব্যতীত কেউই গুনাহসমূহকে ক্ষমা করতে পারে না।

হাদীস ঃ রাসূলে আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে বান্দা ইখলাস ও বিশ্বাসের সাথে দিনের কোন এক সময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপরিউক্ত দোয়া করবে অর্থাৎ উপরিউক্ত বাক্যগুলি দ্বারা তওবা করবে এবং সে দিনই (রাত্র আসার পূর্বে) ইন্তেকাল করবে, তবে নিঃসন্দেহে সে জান্নাতে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি রাত্রের কোন এক সময় আল্লাহর দরবারে দু'আ করে এবং সকাল হওয়ার পূর্বে ঐ রাত্রেই ইন্তেকাল করে, তবে নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। (সহীহ বুখারী,)

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ এ ইস্তেগফারের এ রকম অসাধারণ ফযীলতের নিগুঢ় রহস্য দৃশ্যতঃ এই যে, উক্ত তওবার প্রত্যেকটি শব্দে দাসত্বের প্রাণ ও বাস্তবতা পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান রয়েছে।

আমল নং ১৪

তেইশ বৎসরের যাবতীয় দু'আ

একটি পূর্ণাঙ্গ দু'আ যার মধ্যে হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওতীর তেইশ বৎসর যাবৎ যত দু'আ করেছেন, তার সবই বিদ্যমান রয়েছে। দু'আটি এই ঃ (দৈনিক একবার)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىۡ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (جواهر البخارى ٥٧٢)

(নিম্নে বর্নিত হাদীসের মধ্যে উপরিউক্ত দু'আর তরজমা রয়েছে)

হাদীস ঃ হযরত আবু আবু উমামা রাযি. বলেন, নবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট অধিক পরিমাণে দু'আ করেছেন। কিন্তু আমাদের কতিপয় লোকের সেগুলির কিছুই স্মরণ রইল না। সুতরাং আমরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট আরয করলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আল্লাহর দরবারে অনেক দু'আ করেছেন, কিন্তু সেগুলির মধ্য হতে কিছুই আমাদের স্মরণ নেই। এ কথা শুনে হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দিব না, যা ঐ সমস্ত দু'আর সমষ্টি হয়?

তোমরা আল্লাহর নিকট এ রকম বল, আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ঐ সমস্ত মঙ্গলজনক বস্তু কামনা করি, যা আপনার নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কামনা করেছেন। আমি আপনার নিকট ঐ সমস্ত ক্ষতি হতে পানাহ চাই। তিনি যা থেকে পানাহ চেয়েছেন। সাহায্য প্রার্থনার উপযুক্ত স্থান কেবল আপনারই সত্তা। আপনার

হেফাযত ব্যতীত এবং আপনার সাহায্য ব্যতীত নেকী করার শক্তি নেই এবং গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষমতা নেই।

বিঃ দ্রঃ প্রতিদিন যদি **"মুনাজাতে মকবুল"** হতে এক মনযিল পাঠ করা হয়, তবে মাত্র সাতদিনে কুরআন পাক এবং হাদীস পাকে বর্ণিত অধিকাংশ দু'আ গুলি পড়া হয়ে যাবে।]

পুরুষদের জন্য দৈনন্দিন পালনীয় অযীফা

দিবা-রাত্রির কোন একটি সময় নির্ধারণ করে এ অযীফাগুলি আদায় করবে।

১। নফী-ইস্‌বাতের যিকির ঃ (তিনশত বার)

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ

দশ বারো বার পরে পড়বে-

مُحَمَّـدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ

তরীকা ঃ এ যিকিরের তরীকা হল, দুনিয়ার ঝামেলা মুক্ত হয়ে এক জায়গায় আসন দিয়ে কেবলামুখী হয়ে বসবে। প্রথমতঃ কয়েকবার দরূদ

শরীফ পড়ে যিকির শুরু করবে। যখন লা ইলাহা বলবে, তখন শরীরটাকে ডান দিকে একটু ঝুকাবে এবং লা ইলাহা (নেই কোন মাবুদ) বলতে বলতে খেয়াল করবে, আমার দিলের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আন্য সব কিছুর মুহব্বাত দূর করে ডান দিক দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে দিলাম। আর যখন 'ইল্লাল্লাহু' বলবে, তখন শরীরটা সোজা অবস্থায় আনবে আর মনে মনে খেয়াল করবে, আল্লাহ পাকের আরশ থেকে আল্লাহ পাকের নূর আমার কলবে প্রবেশ করছে। এভাবে নফী-ইসবাতের যিকির দৈনিক তিনশতবার করবে।

২। ইসমে যাতের যিকির ঃ (দুইশত বার)

প্রথমতঃ কয়েকবার পড়বে-

اَللّٰهُ جَلَّ جَلَالُـهٗ وَتَعَالٰى شَانُـهٗ

অতঃপর... اَللّٰهُ اَللّٰـهُ اَللّٰهُ এই ভাবে যিকির করতে থাকবে।

তরীকা ঃ যতক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে ততক্ষণ খেয়াল করবে, আমার ক্বলবে আল্লাহ শব্দটি আরবীতে রূপালী অক্ষরে লেখা আছে এবং তা ঝলমল করছে।

আমি মুখে যখন আল্লাহ বলছি, তখন আমার ক্বলবেও সে যিকির করছে। এভাবে আল্লাহ পাকের ধ্যান করে তিনশত বার যিকির করবে।

৩। অতঃপর বিশেষ নিয়মেঃ (একশত বার)

اَللّٰهُ اَللّٰهُ বলবে।

বিশেষ নিয়মের বিবরণ

এই একশতবার যিকির করার নিয়ম হল আল্লাহ বলার সময় আওয়াযকে টেনে টেনে বলবে এবং আওয়ায শেষ হবে আহ্ শব্দ দ্বারা। এভাবে আল্লাহ পাককে হাযির-নাযির জেনে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে একশত বার যিকির করবে এবং খেয়াল করবে, আমার যবানে যেমন যিকির করছে, তেমনি আমার কলব, আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গ, শিরা-উপশিরা, এমনকি আমার শরীরের লোমগুলিও আমার সাথে যিকির করছে। আরও খেয়াল করবে, সমস্ত আসমান-যমীন, পাহাড় -পর্বত, নদ-নদী,বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, পানি -বাতাস,আরশ-কুরসী তথা আল্লাহ ছাড়া যাবতীয়

সব কিছুই আমার সাথে সাথে আল্লাহ-আল্লাহ যিকির করছে। এভাবে খুব আবেগের সাথে আল্লাহকে ডাকতে থাকবে।

[বিঃ দ্রঃ সাইয়েদুত্ তায়েফা হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. বলেন, উপরিউক্ত নিয়মে মাত্র একশত বার যিকির করলে চব্বিশ হাজার বার যিকির করার ফায়দা হবে।]

৪। ইস্তেগফার ঃ (একশত বার)

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

৫। দরূদ শরীফ ঃ (তিনশত বার)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

[বিঃ দ্রঃ উপরোল্লেখিত পরিমাণের থেকে কম-বেশী করার প্রয়োজন হলে আপন পীরের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে কম-বেশী করা যেতে পারে।]

মহিলাদের দৈনিক ওযীফা

(১) কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা–১ পারা।

(২) মুনাজাতে মকবুল পাঠ করা–১ মঞ্জিল।

(৩) সুবহানাল্লাহ– ৩০০ বার।

(৪) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর যিকির ১০০ বার।

লা-ইলাহা বলার সময় এরূপ হালকা ধ্যান করা চাই যে, আমার 'লা-ইলাহা' আল্লাহ তা'আলার আরশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং ইল্লাল্লাহ বলার সময় এই ধ্যান করা চাই যে, আল্লাহ তা'আলার আরশ হইতে নূরের স্রোতধারা আসিয়া আমার অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। হালকা ধ্যানই যথেষ্ট। মিশকাত শরীফের একটি হাদীস আছে–

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে কোনো পর্দা নেই। (মিশকাত : ১/২০২)

(৫) ইস্তিগফার ১০০ বার। যেমন–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

(সূরা মুমিনূন : ১১৮)

(৬) দরূদ শরীফ ১০০ বার। (যেমন ছোট দরূদ সল্লাল্লাহু আলান নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি। –নাসাঈ শরীফ।

দরূদ শরীফ পড়ার সময় এই রূপ ধ্যান করা চাই যে, হুজুরে পাক সা.-এর রওযা মুবারকে ফেরেশতাদের দ্বারা আমার দরূদ পৌঁছানো হইতেছে।

(৭) প্রত্যেক কাজ সুন্নত মুতাবেক করা।

(৮) বেহেশতী জেওরের ৭ম খণ্ড এবং 'আত্মার রোগ ও তার চিকিৎসা' কিতাবদ্বয় পাঠ করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ক্ষমতার চেয়ে বেশি ওযীফা পাঠ করা খুবই ক্ষতিকর। আছানীর সহিত যতটুকু করা যায় তাহাই যথেষ্ট এবং দিনে রাতের মধ্যে সর্বমোট ছয় ঘণ্টা ঘুমানো জরুরী। ঘুম কম হলে অবিলম্বে ডাক্তারকে অবস্থা জানিয়ে চিকিৎসা করাবেন এবং ওযীফা মুলতবী রাখিবেন। নতুবা মস্তিস্ক শুন্যতা বৃদ্ধি পাইবে। যাবতীয় ব্যাপারে শায়েখ ও মুসলিহের সহিত পরামর্শ করবেন।